‘তাকদির’/ কদর

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আজকের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে, “তাকদির/ কদর”।“তাকদির/কদর আল্লাহ পরিবর্তন করে দেন বান্দার কাজের ভিত্তিতে।“

তিন অক্ষর বিশিষ্ট মূল ق د ر দ্বারা গঠিত শব্দগুলো ১১ টি ফরমে পবিত্র কোরআন মজীদে ১৩২ বার ব্যবহৃত হয়েছে। ‘তকদির’ تقدير শব্দটি ৫টি আয়াতে এবং ‘কদর’ قدر শব্দটি ৭টি আয়াতে কোরআনুল করীমে এসেছে।

আল্লাহ তা’আলা কোরআনুল করীমে ইরশাদ করেনঃ تقدير

১। এসবই পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ এর নিরুপণ।

সুরা ৬ আল আনআম, আয়াতঃ ৯৬

فَالِقُ الْاِصْبَاحِ ۚ وَ جَعَلَ الَّيْلَ سَكَنًا وَّ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ

حُسْبَانًا ؕ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ﴿۹۶﴾

তিনিই রাত্রির আবরণ বিদীর্ণ করে সুপ্রভাতের উন্মেষকারী তিনিই রজনীকে বিশ্রামকাল এবং সূর্য ও চন্দ্রকে সময়ের নিরূপক করে দিয়েছেন; এটা হচ্ছে সেই পরম পরাক্রান্ত ও মহাজ্ঞানী(আল্লাহর) নির্ধারণ।

২। তিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন এবং প্রত্যেককে পরিমিত করিয়াছেন যথাযথ অনুপাতে।

সুরা ২৫ আল ফুরকান, আয়াতঃ২

الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ

شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهٗ تَقْدِيْرًا ۝٢

যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী; তিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেননি; সার্বভৌমত্বে তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি সমস্তকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেককে পরিমিত করেছেন যথাযথ অনুপাতে।

৩। ইহা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ।

সুরা ৩৬ ইয়াসীন, আয়াতঃ ৩৮

وَالشَّمْسُ تَجْرِيْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ۭ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ۝٣٨

এবং সূর্য ভ্রমণ করে ওর নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে, এটা পরাক্রমশালী ,সর্বাজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ।

৪। ইহা পরাক্রমশালী,সর্বজ্ঞ আল্লাহর ব্যবস্থপনা।

সুরা ৪১ হা-মীম আস সাজদা , আয়াতঃ ১২

فَقَضٰىهُنَّ سَبۡعَ سَمٰوَاتٍ فِىۡ يَوۡمَيۡنِ وَ اَوۡحٰى فِىۡ كُلِّ سَمَآءٍ اَمۡرَهَا ؕ وَ
زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنۡيَا بِمَصَابِيۡحَ ۖ وَ حِفۡظًا ؕ ذٰلِكَ تَقۡدِيۡرُ الۡعَزِيۡزِ
الۡعَلِيۡمِ ﴿۱۲﴾

অতঃপর তিনি তাকে দুইদিনে সপ্তাকাশে পরিণত করলেন এবং প্রত্যেক আকাশে তার বিধান ব্যক্ত করলেন এবং আমি দুনিয়ার আকাশকে সুশোভিত করলাম প্রদীপমালা দ্বারা এবং করলাম সুরক্ষিত। এটা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহর ব্যবস্থাপনা। । পরিবেশনকারীরা যথাযথ পরিমাণে উহা পূর্ণ করিবে।

৫। পরিবেশনকারীরা যথাযথ পরিমাণে উহা পূর্ণ করিবে।

সুরা ৭৬ আল ইনসান, আয়াতঃ১৬

قَوَارِيۡرَا۠ مِنۡ فِضَّةٍ قَدَّرُوۡهَا تَقۡدِيۡرًا ﴿۱۶﴾

রৌপ্য জাতীয় কাঁচের পাত্রে, পরিবেশনকারীরা যথাযথ পরিমাণে তা পূর্ণ করবে।

<u>আল্লাহ রাব্বুল আ’লামীন পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেনঃ قدر</u>

১।তাহারা আল্লাহর যথার্থ মর্যাদা উপলব্ধি করে নাই।

সুরা ৬ আনআম, আয়াতঃ ৯১

وَ مَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖۤ اِذْ قَالُوْا مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى بَشَرٍ مِّنْ
شَیْءٍ ؕ قُلْ مَنْ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ الَّذِیْ جَآءَ بِهٖ مُوْسٰى نُوْرًا وَّ هُدًى
لِّلنَّاسِ تَجْعَلُوْنَهٗ قَرَاطِیْسَ تُبْدُوْنَهَا وَ تُخْفُوْنَ كَثِیْرًا ۚ وَ
عُلِّمْتُمْ مَّا لَمْ تَعْلَمُوْۤا اَنْتُمْ وَ لَاۤ اٰبَآؤُكُمْ ؕ قُلِ اللّٰهُ ۙ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِیْ
خَوْضِهِمْ یَلْعَبُوْنَ ﴿۹۱﴾

এই লোকেরা আল্লাহ তা'আলার যথাযথ মর্যাদা উপলব্ধি করে নাই। কেননা তারা বললোঃ আল্লাহ কোন মানুষের উপর কোনো কিছুই অবতীর্ণ করেননি; (হে নবী সঃ) তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করঃ মানুষের হিদায়াত ও আলোকবর্তিকারূপে যে কিতাব মূসা (আঃ) এনেছিলেন তা কে অবতীর্ণ করেছিল? তোমরা সে কিতাব খন্ড খন্ড করে বিভিন্ন পত্রে রেখেছো, ওর কিয়দাংশ তোমরা প্রকাশ করেছো এবং বহুলাংশ গোপন রাখছো , (ঐ কিতাব দ্বারা) তোমাদেরকে বহু বিষয় অবহিত করা হয়েছে, যা তোমরা ও তোমাদের পূর্বপুরুষরা জানতো না; তুমি বলে দাওঃ তা আল্লাহই অবতীর্ণ করেছেন। সুতরাং তুমি তাদেরকে তাদের বাতিল ধারণার উপর ছেড়ে দাও। তারা নিরর্থক আলোচনার খেলা করতে থাকুক।

২। উহারা আল্লাহর যথোচিত মর্যাদা উপলব্ধি করে না।

সুরা ২২ হাজ্জ ,আয়াতঃ৭৪

مَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِیٌّ عَزِیْزٌ ﴿۷۴﴾

তারা আল্লাহর যথোচিত মর্যাদা উপলব্ধি করে না; আল্লাহ নিশ্চয়ই ক্ষমতাবান,পরাক্রমশালী।

৩। উহারা আল্লাহর যথোচিত সম্মান করে না।

সুরা ৩৯ যুমার , আয়াতঃ ৬৭

وَ مَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ ۖۗ وَ الْاَرْضُ جَمِیْعًا قَبْضَتُهٗ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ وَ السَّمٰوٰتُ مَطْوِیّٰتٌۢ بِیَمِیْنِهٖ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَ تَعٰلٰی عَمَّا یُشْرِكُوْنَ ﴿۶۷﴾

তারা আল্লাহর যথাযথ সম্মান করে না। সমস্ত পৃথিবী কিয়ামতের দিন থাকবে তার হাতের মুষ্ঠিতে এবং আকাশমন্ডলী থাকবে ভাজকৃত তার ডান হাতে। পবিত্র ও মহান তিনি, তারা যাকে শরীক করে তিনি তার উর্ধ্বে।

৪। আল্লাহ সমস্ত কিছুর জন্য স্থির করিয়াছেন নির্দিষ্ট মাত্রা।

সুরা ৬৫ তালাক্ব , আয়াতঃ ৩

وَّ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ
حَسْبُهٗ ۚ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ ۚ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَیْءٍ قَدْرًا ۝٣

আর তাকে তার ধারণাতীত উৎস থেকে দান করবেন রিযিক; যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর নির্ভর করে তার জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট, আল্লাহ তার ইচ্ছা পূরণ করবেনই, আল্লাহ সবকিছুর জন্যে স্থির করেছেন নির্দিষ্ট মাত্রা।

৫। নিশ্চয়ই আমি কোরআন অবতীর্ণ করিয়াছি মহিমান্বিত রজনিতে।

সুরা ৯৭ আল কদর , আয়াতঃ১-৫

اِنَّاۤ اَنْزَلْنٰهُ فِیْ لَیْلَةِ الْقَدْرِ ۝١ وَمَاۤ اَدْرٰىكَ مَا لَیْلَةُ الْقَدْرِ ۝٢

لَیْلَةُ الْقَدْرِ ۙ خَیْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ۝٣

تَنَزَّلُ الْمَلٰٓىِٕكَةُ وَالرُّوْحُ فِیْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ ۚ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ ۝٤

سَلٰمٌ ۛ هِیَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝٥

১।নিশ্চয়ই আমি এটা (আল কুরআন) অবতীর্ণ করেছি মহিমান্বিত রজনীতে;

২।আর মহিমান্বিত রজনী সম্বন্ধে তুমি কি জান?

৩।মহিমান্বিত রজনী হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম।

৪। ঐ রাত্রিতে ফেরেশতাগণ ও রূহ (জীবরাঈল) অবতীর্ণ হন প্রত্যেক কাজের জন্য তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে।

৫।শান্তিময়, এই রাত ফজরের উদয় পর্যন্ত।

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন يُغَيِّرُ قَدَرَ ভাগ্য পরিবর্তন

১। এবং আল্লাহ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেননা যতক্ষণ না উহারা নিজ অবস্থা নিজে পরিবর্তন করে।

সুরা ১৩ রা'দ , আয়াতঃ ১১

لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنۡۢ بَيۡنِ يَدَيۡهِ وَمِنۡ خَلۡفِهٖ يَحۡفَظُوۡنَهٗ مِنۡ اَمۡرِ اللّٰهِ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوۡمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوۡا مَا بِاَنۡفُسِهِمۡ ؕ وَاِذَاۤ اَرَادَ
اللّٰهُ بِقَوۡمٍ سُوۡٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهٗ ۚ وَمَا لَهُمۡ مِّنۡ دُوۡنِهٖ مِنۡ وَّالٍ ﴿۱۱﴾

মানুষের জন্যে তার সামনে ও পেছনে একের পর এক প্রহরী থাকে; ওরা আল্লাহর আদেশে তার রক্ষণাবেক্ষণ করে। নিশ্চয় আল্লাহ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেননা যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা নিজেরা পরিবর্তন করে;

কোন সম্প্রদায়ের সম্পর্কে যদি আল্লাহ অশুভ কিছু ইচ্ছা করেন তবে তা রদ করবার কেউ নেই এবং তিনি ছাড়া তাদের কোন অভিভাবক নেই।

২। আমি যে কোন জনপদকে ধংস করিয়াছি তাহার জন্য ছিল একটি নির্দিষ্ট লিপিবদ্ধ কাল।

সুরা ১৫ হিজর ,আয়াতঃ ৪

وَمَآ اَهۡلَكۡنَا مِنۡ قَرۡيَةٍ اِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعۡلُوۡمٌ ۝٤

আমি কোন জনপদকে তার নির্দিষ্টকাল পূর্ণ না হলে ধ্বংস করি নাই।

৩। আমারই নিকট আছে প্রত্যেক বস্তুর ভান্ডার এবং আমি পরিজ্ঞাত পরিমাণেই সবরাহ করিয়া থাকি।

সুরা ১৫ হিজর , আয়াতঃ ২১

وَ اِنۡ مِّنۡ شَىۡءٍ اِلَّا عِنۡدَنَا خَزَآئِنُهٗ ۫ وَ مَا نُنَزِّلُهٗۤ اِلَّا بِقَدَرٍ مَّعۡلُوۡمٍ ۝٢١

আমারই কাছে আছে প্রত্যেক বস্তুর ভান্ডার এবং আমি তা পরিজ্ঞাত পরিমাণেই সরবরাহ করে থাকি।

৪। আল্লাহর বিধান সুনির্ধারিত

সুরা ৩৩ আল আহযাব, আয়াতঃ ৩৮

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيْمَا فَرَضَ اللّٰهُ لَهٗ ؕ سُنَّةَ اللّٰهِ فِي
الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ؕ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ قَدَرًا مَّقْدُوْرًا ۙ﴿۳۸﴾

আল্লাহ নবী(সঃ)- এর জন্যে যা নির্ধারিত করেছেন তা করতে তার জন্যে কোন দোষ নেই। পূর্বে যে সব নবী অতীত হয়ে গেছে , তাদের ক্ষেত্রেও এটাই ছিল আল্লাহর বিধান। আল্লাহর বিধান সুনির্ধারিত।

৫। আল্লাহ সমস্তকিছুর জন্য স্থির করিয়াছেন নির্দিষ্ট মাত্রা।

সুরা ৬৫ আত তালাক্ব, আয়াতঃ ৩

وَّ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ؕ وَ مَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ
حَسْبُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ ؕ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿۳﴾

আর তাকে তার ধারণাতীত উৎস হতে দান করবেন রিযিক; যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর নির্ভর করে তার জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট, আল্লাহ তার ইচ্ছা পূরণ করবেনই, আল্লাহ সব কিছুর জন্যে স্থির করেছেন নির্দিষ্ট মাত্রা।

মুসলিম শরীফের হাদীস

মাতৃ উদরে মানুষ সৃষ্টির অবস্থা (ক্রমধারা), তার রিযক, তার মৃত্যু, তার আমল এবং তার দুর্ভাগ্য ও তার সৌভাগ্য লিপিবদ্ধকরণ

৬৪৮২। আবু বকর ইবনু আবু শায়বা ও মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন নুমায়র(রঃ) আব্দুল্লাহ ইবনু মসুদ(রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন সাদিকুল মাকসুদ (সত্য পরায়ন ও সত্যনিষ্ঠরূপে প্রত্যায়িত) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের হাদীস শুনিয়েছেন যে, তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টি(শুক্র) তার মাতৃ উদরে চল্লিশ দিন জমাট থাকে। এরপর অনুরূপ চল্লিশ দিনে তা একটি মাংস্পিণ্ডে রূপ নেয়। এরপর আল্লাহতায়ালার তরফ থেকে একজন ফিরিশতা পাঠানো হোয়। সে তাতে রূহ ফুঁকে দেয়। আর তাকে চারটি বিষয় লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হোয়। আর তা হল এই-তার রিযক , তার মৃত্যুক্ষণ, তার কর্ম , এবং তার বদকার ও নেককার হওয়া।

সেই সত্তার কসম যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই !নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ জান্নাতীদের মত আমল করতে থাক । অবশেষে তার ও জান্নাতের মাঝখানে মাত্র একহাত ব্যবধান থাকে। এরপর তকদিরের লিখন তার উপর জয়ী হয়ে যায়। ফলে সে জাহান্নামীদের মত কাজ-কর্ম শুরু করে । এরপর সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয় । অবশেষে তার ও জাহান্নামের মাঝখানে মাত্র একহাত ব্যবধান থাকে। এরপর ভাগ্যলিপি জয়ী হয়। ফলে সে জান্নাতীদের ন্যায় আমল করে। অবশেষে জান্নাতে দাখিল হয়।

আল্লাহ তা’আলা যেভাবে চান কলবসমূহ পরিবর্তিত করেন

৬৫০৯। যুহায়র ইবনু হারব ও ইবনু নুমায়র(রঃ), আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস(রাঃ) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছেন যে , তিনি বলেছেন , আদম সন্তানের কলব সমূহ পরম দয়াময় আল্লাহ তা'আলা এর দু'আঙ্গুলের মাঝে একটিমাত্র কলবের মত। তিনি যেভাবে ইচ্ছা ওলট পালট করেন। এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ " কলব সমূহ পরিচালনাকারী হে আল্লাহ! আপনি আমাদের কলবকে আপনার আনুগত্যের উপর স্থির রাখুন।"

কাজকর্মে শক্তিমত্তা ও দুর্বলতা পরিহারের নির্দেশ এবং আল্লাহর সাহায্য কামনা তাকদিরের প্রতি ঈমান আনা ও তাকদিরকে আল্লাহর উপর ভরসা করা।

৬৫৩২। আবুবকর ইবনু আবু শায়বা ও ইবনু নুমায়র(রহঃ) ও আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত।তিনি বলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ শক্তিশালী মু'মিন আল্লাহর কাছে দুর্বলের চেয়ে উত্তম ও অধিক প্রিয়। প্রত্যেকের মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে, যাতে তোমার উপকার হবে তার প্রতি তুমি লালায়িত হয়ো এবং আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা কর এবং অক্ষম হয়ে থেকো না। যদি কোন কিছু (বিপদ) তোমার উপর আপতিত হয় তবে এরূপ বলবে না যে, যদি আমি এরূপ করতাম তবে এরূপ এরূপ হতো। বরং এরূপ বলো যে, আল্লাহ যা নির্ধারণ করেছেন এবং তিনি যা চেয়েছেন তাই করেছেন। কেননা তোমরা لَوْ (যদি) শব্দটি শয়তানের দুয়ার খুলে দেয়।

মুসলিম শরীফের হাদীস কিতাব ৩৩ হাদীস নম্বর ৬৩৯৮

এক ব্যক্তি রাসুল(সঃ)কে প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসুল(সঃ) যদি সবকিছু পূর্বনির্ধারিত হয়ে থাকে তাহলে কি আমরা আমল করা ছেড়ে দিব?রাসুল(সঃ)

বললেনঃ না!আমল করতে থাক জান্নাতি লোকদের জন্য তাদের দুনিয়ার আমল সহজ করে দেওয়া হবে এবং জাহান্নামী লোকদের জন্য দুনিয়ার আমল কঠিন করে দেওয়া হবে।তখন রাসুল(সঃ) কোরআনের আয়াত পাঠ করে শোনালেন-

সুরা লাইল ৯২ আয়াতঃ ৫ –১০

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ﴿٥﴾

অনন্তর যে দান করে ও মুত্তাকী হয়,

وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ﴿٦﴾

যা উত্তম তাকে সত্য মনে করল,

فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ﴿٧﴾

অচিরেই আমি তার জন্যে সুগম করে দেবো সহজ পথ।

وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ ﴿٨﴾

পক্ষান্তরে কেউ কার্পণ্য করলো ও বেপরোয়া হল।

وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ﴿٩﴾

আর উত্তম জিনিসকে মিথ্যা মনে করলো,

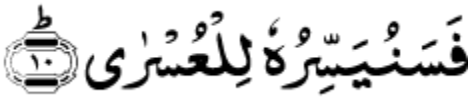

আর অচিরেই তার জন্যে আমি সুগম করে দেবো কঠোর পরিণামের পথ।

মানুষের জীবনের কিছু "ভাগ্য" রয়েছে যেগুলো অপরিবর্তনীয়। আল্লাহ সেগুলো পরিবর্তন করেন না। কিছু কিছু "ভাগ্য/তকদির"পরিবর্তনীয়। আল্লাহ মানুষের ঈমান, আ'মলে সালেহ, তওবা, ও দোয়ার কারণে সেগুলো পরিবর্তন করেন। আ'মলনামাতে 'গুনাহ' মুছে দিয়ে 'নেক' দ্বারা পরিবর্তন করে দেন।

"তকদির/ভাগ্য"- এটা এমন একটা বিষয় যা কোন মানুষ ধনী ,গরীব, সাদা ,কালো, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, উঁচু বংশের, নীচু বংশের- কেহই উপেক্ষা করতে পারে না। যে সমস্ত জিনিসের উপর মানুষের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই, সেখানে মানুষ অসহায় এবং সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর উপর নির্ভরশীল। সেগুলো হচ্ছেঃ মানুষ কোথায় জন্মগ্রহণ করবে, তার গায়ের রঙ সাদা, কালো, না বাদামী রঙ এর হবে,সেকি বিকলাঙ্গ হবে, সে কি নির্বোধ হবে নাকি বোধ সম্পন্ন হবে ইত্যাদির উপর মানুষের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। এগুলো জন্মগত। এগুলোই পূর্বনির্ধারিত। এগুলোকে "আল - কাদা আল মুবরাম" বলা হয়।

পবিত্র কোরআন ও সহীহ হাদীস মোতাবেক মানুষ সম্পূর্ণরূপে"তাকদির/ভাগ্যের" উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল নয়। এগুলো পরিবর্তনীয় এবং আল্লাহ পরিবর্তন করে দেন মানুষের নেক আমলের কারণে । এ ধরণের "তাকদির/ভাগ্যকে" "আল-কা'দা আল মুয়াল্লাক" বলে।

সুরা ২৫ ফুরকান , আয়াতঃ ৭০

إِلَّا مَنْ تَابَ وَ اٰمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ

سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٧٠﴾

তারা নয় যারা তওবা করে, ঈমান আনে ও সৎ কর্ম করে; আল্লাহ তাদের পাপ পরিবর্তন করে দিবেন পুণ্যের দ্বারা; আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

মানুষকে আল্লাহ তায়ালা শারীরিক ও মেধাশক্তি দান করেছেন। এগুলো ব্যবহার করে সে দুনিয়াতে অনেক বড় বড় আবিষ্কার , অনেক সম্পদ, বৈজ্ঞানিক অনেক তথ্যজ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম।

আল্লাহ মানুষকে সীমাবদ্ধ স্বাধীনতা (Limited autonomy) এবং ইচ্ছাশক্তি

(Freewill) দান করেছেন। এগুলো ব্যবহার করে সে অনেক কাজ করতে পারে। সেটা ভাল হতে পারে মন্দ হতে পারে। মানুষের/প্রকৃতির/ পশুপাখির জন্য কল্যাণকর ও অকল্যাণকর হতে পারে।

এজন্যই বিচারের দিন তার ভাল ও মন্দ কাজের হিসাব নেওয়া হবে।

কোরআনের আয়াত সমূহঃ

১। আল্লাহ চাইলে সবাইকে হিদায়াতের উপর একত্র করে দিতেন

সুরা ৬ আনআম, আয়াতঃ৩৫

وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا
فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ
لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٣٥﴾

আর যদি তাদের অনাগ্রহ ও উপেক্ষা তোমার কাছে কঠিন হয়ে পড়ে, তবে ক্ষমতা থাকলে মাটির কোন সুড়ঙ্গ অনুসন্ধান কর বা আকশে সিঁড়ি লাগিয়ে দাও, অতঃপর তাদের কাছে কোন নিদর্শন নিয়ে এসো, আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের সকলকে তিনি হেদায়াতের উপর সমবেত করতেন। সুতরাং তুমি অজ্ঞদের অনর্ভূক্ত হয়ে যেয়ো না।

২। আল্লাহ তখনই তার নেয়ামত পরিবর্তন করেন যখন জাতি নিজেই অবস্থার পরিবর্তন করেন

সুরা ৮ আনফাল, আয়াতঃ ৫৩

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا
مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۙ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٣﴾

এই শাস্তির কারণ এই যে , আল্লাহ কোন জাতির উপর নিয়ামত দান করে সেই নিয়ামত ততক্ষণ পর্যন্ত পরিবর্তন করেন না(উঠিয়ে নেন না), যতক্ষণ পর্যন্ত সেই জাতি নিজেরাই নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন না করে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহাশ্রোতা ও মহাজ্ঞানী।

৩।আল্লাহ ফাসিকদের (সীমালঙ্ঘনকারী)ছাড়া কাউকে বিপথগামী করেন না।

.সুরা ২ বাকারা, আয়াতঃ২৬

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِۦٓ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا
الَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۖ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا۟
فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهِۦ كَثِيرًا وَيَهْدِى
بِهِۦ كَثِيرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِۦٓ إِلَّا ٱلْفَٰسِقِينَ ﴿٢٦﴾

নিশ্চয় আল্লাহ মশা অথবা তদপেক্ষা ক্ষুদ্রতর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করতে লজ্জাবোধ করেন না, সুতরাং যারা ঈমান এনেছে তারা তো বিশ্বাস করবে যে, এ উপমা তাদের প্রভুর পক্ষ হতে খুবই স্থানোপযোগী হয়েছেঃ আর যারা কাফির হয়েছে, সর্বাবস্থায় তারা এটাই বলবে এসব নগন্য বস্তুর উপমা দ্বারা আল্লাহর উদ্দেশ্যই বা কি? তিনি এর দ্বারা অনেককে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন, আর এর দ্বারা তিনি শুধু ফাসিকদেরকেই (পাপিষ্ঠ ,অনাচারী) বিপথগামী করে থাকেন।

৪। সুরা ৫৩ নাজম ,আয়াতঃ ৩৮

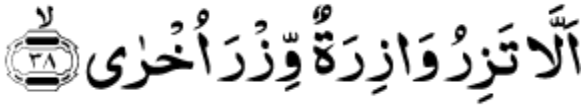

তা এই যে, অবশ্যই কোন বহনকারী অপরের বোঝা বহন করবে না।

৫। সুরা ৫৩ নাজম , আয়াতঃ ৩৯

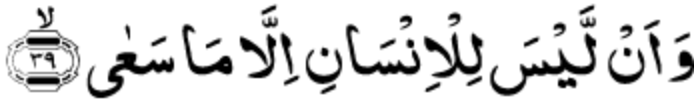

আর মানুষ তাই পায় যা সে চেষ্টা করে।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা ,দুনিয়া ও আখেরাতে মানুষের কদর ভাগ্যে(ভবিষ্যতে) কি নির্ধারণ করে আল্লাহ রেখেছেন- সে জ্ঞান আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই। নবী-রাসুল, ফেরেশতা, আউলিয়া, দরবেশ, কারো ভবিষ্যতের কদর (ভাগ্য অথবা নির্ধারিত) জানা নেই।

আল্লাহ ভাগ্য পরিবর্তন করার পূর্ণক্ষমতা রাখেন। আমাদের উচিত ইস্তেগফার , অন্যায় কাজ পরিহার করে আল্লাহর পথে ফিরে আসা এবং আল্লাহর কাছে দোয়া করা। আশা করা যায় এবং আমাদেরকে আশা করতে হবে , আল্লাহ রহমানুর রাহীম, আমাদেরকে খারাপ কাজ পরিবর্তন করে আমাদের জন্য ভাল কাজ করার পথ সুগম করে দেবেন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আজাব থেকে রক্ষা করে জান্নাতে দাখিল করবেন। সেটাই হবে আমাদের জন্য পরম সৌভাগ্য।

হে আল্লাহ আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ দান করুণ। আমীন। আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

.....